সংবাদ

FEB 11 2002

তারিখ ... ...
পৃঃ ... কলাম ...

ছাত্রলীগের নেতৃত্বে কারা আসছেন?

মোশতাক আহমেদ ॥ আগামী ৭ই
এপ্রিল অনুষ্ঠেয় ছাত্রলীগের সম্মেলনকে
কন্দ্র করে চলছে নানা জল্পনা। সম্মেলনের
াধ্যমে গঠিত নতুন কমিটিতে পদ-পদবির
ন্য ইতোমধ্যেই জোর লবিং শুরু হয়েছে।
াওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা
লেছেন, যাদের ছাত্রত্ব আছে এবং দলের
ন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা রয়েছে তাদেরকেই
াত্রলীগের নেতা বানানো হবে।

জানা গেছে, ১৯৯৮ সালের ২২শে
অক্টোবর বাহাদুর বেপারিকে সভাপতি এবং
জয় কর খোকনকে সাধারণ সম্পাদক
রে ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটি গঠিত
য়েছিল। কিন্তু ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রে এক
ছরের জন্য ১০১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি
ঠনের নিয়ম থাকলেও বর্তমান কমিটি ১শ'
০ জন সদস্য নিয়ে সাড়ে ৩ বছর
তিবাহিত করছে এর মধ্যে ক্রীড়া ও
বেষণা সম্পাদকের পদটি শূন্য রয়েছে।
বশেষে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ
সিনা এপ্রিল মাসে। ছাত্রলীগের সম্মেলন
রার জন্য সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ
ম্পাদককে নির্দেশ দেন। এ নির্দেশেই ৭ই
প্রিল সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ করা
য়। সম্মেলনের ঘোষণায় ছাত্রলীগের
তা-কর্মীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।
রা বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনায় মধ্য দিয়ে
গঠনের কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছেন। এমন
য়েকজন নেতা বলেছেন, প্রতিবছরই নতুন
মিটি গঠন করা উচিত। এতে সংগঠনের
তি নেতা-কর্মীদের আগ্রহ বাড়বে এবং
ন নেতৃত্ব তৈরি হবে।

এদিকে সম্মেলনকে কেন্দ্র করে
গঠনের মধ্যে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা-
ল্পনা। নেতা-কর্মীদের মুখে একটাই
শ্ন— কে হচ্ছেন ছাত্রলীগের পরবর্তী
তা? পরবর্তী কমিটিতে ঠাঁই পেতে
তামধ্যে সংগঠনের নেতা-কর্মীরা মূল দল
ওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিস ধানমন্ডির
নম্বর ও ৫ নম্বরস্থ অফিস থেকে শুরু
র বিভিন্ন নেতাদের বাসায় গিয়ে লবিং
করেছে। ১লা অক্টোবরের জাতীয়
াচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের পর
লীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে যে
চ্ছিন্নতা ও নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছিল তা
সম্মেলনের ঘোষণায় পূর্ণ হয়ে উঠল।
রাধীদলে থাকা আওয়ামী লীগ
ন্দোলন-সংগ্রামকে জোরদার করতে
লীগের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠনের
ভাবছে। তাছাড়া নতুন কমিটি যদি
শালী না হয় তবে ছাত্রলীগের মধ্যে
ন দেখা দেয়ারও আশঙ্কা রয়েছে বলে
কয়েকজন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা
ব্য করেছেন। তারা বলেছেন,
বারের মতো এবারেও যদি
কোটারিভিত্তিক (জেলাভিত্তিক) নেতা-নেত্রীদের নিজস্ব লোক দিয়ে কমিটি গঠন করা হয় তাহলে সংগঠনের মধ্যে সমস্যা দেখা দেবে। তারা আরও বলেন, ব্যক্তি নয় সংগঠনের জন্য যাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও যোগ্যতা রয়েছে তাদের দিয়েই নতুন কমিটি গঠন করা উচিত।

ছাত্রলীগের পরবর্তী কমিটিতে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন লিয়াকত শিকদার, আশরাফুল আজিম রুবন, নজরুল ইসলাম বাবু, আনিসুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, আবদুল ওয়াদুদ খোকন, শাহ মোস্তফা আলমগীর, খান মঈনুল ইসলাম মোস্তাক, মিহিরকান্তি ঘোষাল, ফরহাদ হোসেন সংগ্রাম, মাযহার আনাম, বিপ্লব সরকার, এ.কে.এম আজিম প্রমুখ। তবে এদের মধ্যে অনেকের ছাত্রত্ব নেই।

এছাড়া বর্তমান কমিটির সহ-সভাপতিদের মধ্যে যে ক'জন রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছেন তারা হলেন বলরাম পোদ্দার, সাহাবুদ্দীন ফরাজী, কাজী এবাদত হোসেন, আবদুল মতিন, আমিনুল ইসলাম।

কেন্দ্রীয় কমিটির আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ, ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজসহ বিভিন্ন জেলার কমিটি ঘোষণা করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন দেলোয়ার হোসেন, আলমগীর হাসান, চৌধুরী সাইফুন্নবী সাগর, হেমায়েত উদ্দিন হিমু, জয়নুল আবেদীন জয়, আহসান কবীর টুটুল, পঙ্কজ সাহা, ইলিয়াস উদ্দিন, রিপন প্রমুখ। তবে এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে।